সংবাদ

তারিখ · 28 AUG 2016 ······
পৃষ্ঠা ··· কলাম ··· ······

নাটোর সর. বালক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের নানা অনিয়মে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের স্কুল ভাঙচুর

প্রতিনিধি, নাটোর

নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ছাত্রদের সাথে অসদাচারণের অভিযোগে এবং তার অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গত মঙ্গল ও বুধবার বিক্ষোভ করে বিদ্যালয়ে ভাংচুর চালিয়েছে। ভাংচুরের খবর পেয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমানের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত করলেও বুধবার আবার বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। পুলিশ, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা জানায়, নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে এসে প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতি ও ছাত্রদের সাথে অসদাচারণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এ সময় স্কুলের কিছু বেঞ্চ ও জানালার কাঁচ ভাংচুর করা হয়। খবর পেয়ে প্রথমে পুলিশ পরে স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমান বিদ্যালয়ে এলে শিক্ষার্থীরা তাদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এ সময় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমান শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের অভিযোগ জানতে চান। শিক্ষার্থীরা জানায়, বর্তমান প্রধান শিক্ষক এ স্কুলে যোগদানের পর থেকে কম্পিউটার ল্যাব সার্বক্ষণিক বন্ধ রাখেন। শিক্ষার্থীদের সাথে অসদাচরণ ও তাদের মারপিট করেন। এমনকি কলার ধরে কিল ঘুষিও মারেন। টিউবয়েল অকেজো হওয়া ছাত্ররা পানি খেতে পায় না। ছাত্ররা টিউবওয়েল মেরামত করার আবেদন করলে প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের কাছে ১০টা করে দিতে বলে। গত শনিবার উপস্থিত ছাত্রদের স্কুলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ এনে খোলামাঠে কান ধরে উঠবস করান। শিক্ষার্থীদের সামনে তিনি ধুমপান করেন। তিনি তাদের বলেছেন, নাটোরে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা কারো নেই। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার স্থান সংকুলান না হওয়ার বিষয়ে বার বার প্রধান শিক্ষককে জানিয়েও তারা কোন ফল পায়নি। গত ১৩ আগস্ট শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব উদ্বোধন করার দিনে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি বক্তব্যও দেখার ব্যবস্থা রাখেননি। ফলে তারা বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ছাত্ররা প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবি করে। তাদের বক্তব্য শোনার পর সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমান শিক্ষার্থীদের সকল সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা শ্রেণীকক্ষে ফিরে যায়। বুধবার সকালে প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ স্কুলে আসলে শত শত ছাত্র মাঠে নেমে বিক্ষোভ শুরু করে। পরে পুলিশ এসে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে মূল ফটকে অবস্থান নেয়। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষার্থীরা কোচিং ক্লাস করার কারণে নিয়মিত স্কুলে আসেনা। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস বন্ধ করে নোটিশ দেয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছে। নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কাজী আতিয়ুর রহমান জানান, তিনি প্রধান শিক্ষককে পরিচালনা পর্ষদের মিটিং দিয়ে প্রয়োজনে অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমস্য দূর করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুলের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, উভয় পক্ষের বক্তব্য তিনি শুনেছেন।